The Bangladesh Times

তারিখ ... 18.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 5 ...

বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় শীগগীরই শুরু হবে : জিয়া

নিরক্ষরতা মোচনের দৃঢ় শপথ

কিশোরগঞ্জ, ১৭ই ডিসেম্বর (বাসস)।—কিশোরগঞ্জের জনসমাবেশ "বিপ্লব"-এর দ্বিতীয় পর্যায় তথা সমাজ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার কর্মসূচীকে সফল করার শপথ নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সোমবার তারা এখানে আজিমুদ্দীন হাইস্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত স্বনির্ভর কর্মী সম্মেলনে এই শপথ নেন। তাদের মধ্যে ছাত্র, শিক্ষক, যুবক, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান এবং সংসদ সদস্যবৃন্দ ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট আজ সকালে ঢাকা থেকে এক বিশেষ ট্রেনযোগে এখানে আগমন করেন। শ্রোতাদের তিনি বলেন, বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শীগগীরই শুরু হবে। বিপ্লবের অন্যান্য কর্মসূচী অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

তিনি বলেন, স্বনির্ভরতা হচ্ছে দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র ও সহজে নিশ্চিত পথ। তিনি স্বনির্ভর আন্দোলনই একটি বিপ্লব, কেনন এর সফল দেশের সব নারী-পুরুষের পরিপূর্ণ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর নির্ভর করে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন এ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে দেশের উৎপাদন দ্বিগুণ করা। সরকার যে বিপ্লবের সূচনা করেছে, তাতে এই লক্ষ্যের কথাই বিবেচনা করা হয়েছে। কেবলের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, কোন জাতি তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণে সর্বাত্মক চেষ্টা না করলে আল্লাহও তাকে সাহায্য করেন না।

তিনি বলেন, "আমাদের উর্বর জমি, পানি এবং জনশক্তি রয়েছে। এখন নিজেদের ভাগ্য বদলের জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করে সেগুলোকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।" তিনি বলেন, "আর অপরের ভিক্ষা করতে চাই না।" কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই কেবল দেশ বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ করার লক্ষ্য নির্ধারিত বিপ্লবের প্রথম পর্যায় সূচিত হয়। একে সফল করার জন্য এর আগেই খাল খননের মাধ্যমে একটি সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ শুরু করা হয়েছে।

তিনি বলেন, "দেশব্যাপী একটি সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে আমরা সারা বছরই আমাদের জমিতে চাষাবাদ করতে সক্ষম হবো। এই বিপ্লবী কর্মসূচীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে দেশের সর্বত্র জনসাধারণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এতে শরীক হচ্ছে।"

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন যেখানে কোন খাল নেই, সেখানে সেচের জন্য নলকূপ ও গভীর নলকূপ ব্যবহার করা হবে। "আমরা দেশে গভীর নলকূপ তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছি।"

কয়েকজন স্বনির্ভর কর্মীও আলোচনায় শরীক হন।

এর আগে, ভৈরববাজার রেল স্টেশনে এক বিরাট জনসমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনসাধারণকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত করার জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানান।

বিএনপি'র সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরী এবং ক্রীড়া, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীও স্বনির্ভর কর্মীদের এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।